**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২৯ ফাল্গুন ১৪২৫, ১৩ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,**

**ছোট্ট সোনামণিরা,**

**এবং সুধিমন্ডলী।**

আসসালামু আলাইকুম।

**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৯ পেয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।**

**স্বাধীনতার মাস মার্চ। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।**

সুধিবৃন্দ,

**শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির মূল ভিত্তি হচ্ছে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা।**

**নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করেন।**

**তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতির পিতা ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন।**

**১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়। বিগত দশ বছরে আমরা এক লাখ ৪৪ হাজার আটশ’ ৭৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে কর্মরত প্রায় এক লাখ চার হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে।**

**প্রধান শিক্ষকদের চাকুরি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীতকরণসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতনস্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকের ৬০ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।**

**আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বিগত ১০ বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।**

প্রিয় সুধী,

**সহস্র্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে সরকার শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে-মেয়ের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।**

**সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০২৩ মেয়াদের জন্য ৩৮ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।**

**আমরা 'প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি' প্রবর্তন করেছি। জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।**

**বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রতি দুই কিলোমিটার দূরত্বে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। মেয়েদের উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের মায়েদের কাছে যাচ্ছে।**

**দেশের অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য আনন্দ স্কুল তৈরি করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় গঠন করা হয়েছে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঝরে পড়া রোধে ইউনিফর্ম, ব্যাগ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা ভাতা, পরীক্ষা ফি-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।**

**২০১০ সাল থেকে আমরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পাঠ্য পুস্তকের ডিজিটাল রূপ দেওয়া হচ্ছে।**

সম্মানিত সুধী,

**শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে র‌্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। সরকার থেকে হুইল চেয়ার ও ক্রাচ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য হিয়ারিং এইড প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অটিস্টিক শিশুদের সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।**

**অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাবার ও পুষ্টির যোগান হিসেবে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প চালু করা হয়েছে।**

**শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক ও আবেগিক বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।**

**শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার সহায়ক হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছেলেদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং মেয়েদের জন্য প্রতিবছর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট স্কুল পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ করা হয়েছে।**

ছোট্ট সোনামণিরা**,**

**তোমরা যারা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছ তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।**

**‌তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করবে। তোমাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। ভালো মানুষ হতে হবে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।**

**তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে।**

**বঙ্গবন্ধু স্কুলে পড়ার সময় থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি অনেক সময় নিজের বইপত্র-জামাকাপড় গরিব সহপাঠিকে দিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তাঁর মা এ নিয়ে তাঁকে কোনদিন বকুনি দেননি। তাঁর জন্য নতুন বই বা জামাকাপড় কিনে দিয়েছেন।**

**আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। তোমরাই পারবে বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে।**

শিক্ষকবৃন্দ,

**আপনারা শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আপনারা দেশ গড়ার কারিগর। শিক্ষক মানে আদর্শ। আপনি একবার যখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তখন আপনাকে একজন আদর্শবান মানুষ হতে হবে। কারণ, কোমলমতি শিশুরা আপনাদের অনুসরণ করে।**

**সমাজের অন্য কেউ অপরাধ বা ভুল করলে তার প্রভাব খুব বেশি একটা পড়বে না। কিন্তু একজন শিক্ষক কোন ভুল করলে তার প্রভাব ছাত্রদের উপর পড়ে।**

**শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রতিটি শিশুকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।**

**প্রতিটি শিশু যাতে পাঠ্যবই থেকে ভাল দিকগুলো এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সামাজিক মূল্যবোধগুলো নিজেদের মধ্যে, তাদের পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে চর্চা করে সে বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে।**

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।**

**শিক্ষাখাতের উন্নয়নে আমি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষক, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।**

**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।**

**আসুন, আমরা দেশ থেকে চিরতরে নিরক্ষরতা দূর করি। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত, জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি।**

**আমি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**